ইত্তেফাক

তারিখ ... 13.9.83 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

079

'যাত্রীরা যেন জান বাঁচানোর জন্য নৌকা হইতে লাফ দিতেছে'

খুলনা, ১২ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব প্রতিনিধির টেলিফোন)—আজ সন্ধ্যায় খুলনা সার্কিট হাউসে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান খুলনার সকল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষদের এক সমাবেশে বলেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে সুষ্ঠু ও বাস্তবমুখী করিতে হইবে, যাহাতে সমগ্র জাতিকে একটি অভিন্ন শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে আনা যায়। বর্তমান অবস্থায় সামাজিক অবক্ষয়ের দরুন এবং এই শিক্ষার প্রতি অনীহাহেতু আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশে পাড়ি জমাইতেছেন। আমি এমন একজন শিক্ষিত লোককে দেখি নাই, যিনি বিদেশে যাইতে চাহেন না। ইহাতে মনে হয় দেশ যেন একটি ভাঙ্গা নৌকার মত ডুবিয়া যাইতেছে এবং ইহার যাত্রীরা জান বাঁচানোর জন্য নৌকা হইতে লাফ দিতেছে। ইহা একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র ছাড়া কিছুই নয়। এই অবস্থা হইতে আমাদের অবশ্যই পরিত্রাণ পাইতে হইবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, দেশের শতকরা ২২ ভাগ শিক্ষিতের মধ্যে ১৪ জনই কোন না কোনভাবে শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষাক্ষেত্রে কোন অবদান রাখিয়া যাইতে না পারিলে তাহা হইবে লজ্জাকর। তিনি বলেন, বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতন দেওয়া লইয়া যে অনিয়ম চলিতেছে, তাহা নিরসনকল্পে শীঘ্রই কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতন হিসাব-নিকাশ করিয়া তাহাদের নিকট পে-স্লিপ পাঠান হইবে।

শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইবে।